ন্যায় সম্মত অনুমান প্রমাণ

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ লাভের জন্য যে ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলেন, তন্মধ্যে ‘প্রমাণ’ হল প্রথম পদার্থ। আবার যে সকল প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয়র তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় তা আবার সূত্রকারের মতে চার প্রকার(প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। ১/ ১/৩)। অনুমান দ্বিতীয় প্রমাণ। তাই সূত্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণের সবিশেষ আলোচনার অনন্তর ‘অনুমান’ নামক প্রমাণের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘‘অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ’’ ১/ ১/৫। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নিরূপণের পর প্রত্যক্ষ বিশেষ মূলক যে জ্ঞান তা হল অনুমান, সেই অনুমান তিন প্রকার - ১) পূর্ববৎ, ২) শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

কিন্তু লক্ষণে উল্লিখিত ‘তৎপূর্বক’ পদটি অস্পষ্ট হওয়ায় ভাষ্যকার, টীকাকারগণ তা স্পষ্ট করতে নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভাষ্যকার বাৎসায়নের মতে ‘তৎপূর্বক’ পদে দুই প্রকার প্রত্যক্ষকে বুঝতে হবে। প্রথমে লিঙ্গ লিঙ্গী বা হেতু সাধ্যের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ এবং পরে লিঙ্গের প্রত্যক্ষকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গলিঙ্গীর দর্শনের দ্বারা লিঙ্গের স্মৃতিই অভিসম্বন্ধ বা মহর্ষির অভিপ্রেত বলে ভাষ্যকার মনে করেন। স্মৃতির দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত লিঙ্গ স্মরণের দ্বারা এবং লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অর্থাৎ লিঙ্গি অনুমিত হয়।

তাৎপর্য হল হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও হেতু প্রত্যক্ষের পর ব্যাপ্তির স্মৃতি জন্মায়। এই স্মৃতির অনন্তর পুনরায় লিঙ্গ বা হেতুর দর্শন হয়। স্মৃতি তথা হেতু প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমান উৎপন্ন হয়। এরপর অপ্রত্যক্ষ সাধ্যের অনুমিতি হয়।

আচার্য উদ্যোতকর ‘তানি পূর্বাণি যস্য’, তে পূর্বে যস্য’, এবং ‘তৎ পূর্বং যস্য’ এই তিন প্রকার বিগ্রহ বাক্য অনুসারে ‘তৎপূর্বক’ শব্দের দ্বারা তিন প্রকার অর্থকে বোঝার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ‘তানি পূর্বাণি যস্য’ এরূপ বিগ্রহ বাক্যানুসারে ‘তৎ’ শব্দ দ্বারা ন্যায়দর্শনের তৃতীয় সূত্রে উল্লিখিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকেই ধরার কথা বলেন। এর অর্থ প্রত্যক্ষাদি যে কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে লিঙ্গপরামর্শ তাই অনুমান প্রমাণ। পরে বলেন, ‘তে পূর্বে যস্য’ এই বিগ্রহ বাক্য অনুসারে ‘তৎ’ শব্দের দ্বারা অনুমানাদি প্রমাণকে বুঝতে হবে বলে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন। কিন্তু উদ্যোতকর পরে বলেন, যদিও তিনটি ভাষ্যকারের উক্ত লিঙ্গলিঙ্গীর প্রত্যক্ষ লিঙ্গ স্মৃতি ভিন্ন পদার্থ, তবুও তাদের পার্থক্য নির্ণয় না করাই ভালো। আর তাই ‘তৎ পূর্বং যস্য’ এই বিগ্রহ বাক্যে ‘তৎ’ শব্দের দ্বারা উক্ত অর্থকেই গ্রহণ করার কথা বলেন।

এখন অনুমিতির করণ কি হবে তাই নিয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ চরম কারণকে করণরূপে স্বীকার করে লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমান প্রমাণ বলেছেন। বার্তিককার উদ্যোতকরের মতে, প্রথম লিঙ্গ দর্শন হতে চরম লিঙ্গ পরামর্শ পর্যন্ত সমস্তই অনুমিতির কারণ হওয়ায় অনুমান প্রমাণ। কিন্তু এদের মধ্যে লিঙ্গপরামর্শই চরম কারণ হওয়ায় তাই অনুমান প্রমাণ, যেহেতু এর অব্যবহিত পরে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণকে করণ বলেন। যে কারণটি উপস্থিত হলেই বা ঘটলেই কার্যটিও পরক্ষণে ঘটে তাই করণ। অনুমানের হেতুতে অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তি স্মরণের অব্যবহিত পরেই অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। পরে লিঙ্গপরামর্শ উৎপন্ন হলে, তবে অনুমিতি জন্মায়। এই লিঙ্গপরামর্শকে করণ বলায় পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের চতুর্থ অবয়ব বাক্যের সার্থকতা বোঝা যায়।

কিন্তু অন্নংভট্ট নব্য নৈয়ায়িক হয়েও লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির করণ বলেছেন। তাঁর মতে, ‘‘স্বার্থানুমিতি-পরার্থানুমিত্যোর্লিঙ্গপরামর্শ এব করণম্’’। অর্থাৎ কি স্বার্থানুমিতি কি পরার্থানুমিতি সকল ক্ষেত্রেই লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির করণ। তর্কভাষা গ্রন্থে কেশব মিশ্রও বলেছেন, ‘‘লিঙ্গপরামর্শঃ অনুমানম্’’ অনুমানচিন্তামণিতে গঙ্গেশোপাধ্যায়ও প্রথমে অনুমিতির লক্ষণ বলে পরে বলেন, ‘‘তৎ করণমনুমানম্, তচ্চ লিঙ্গ-পরামর্শো নতু পরামৃশ্যমানং লিঙ্গমিতি বক্ষ্যতে’’। অর্থাৎ অনুমিতির করণ অনুমান এবং তা বলতে লিঙ্গপরামর্শকে বোঝায়। কিন্তু পরে বলেন, যার কোন ব্যাপার উপস্থিত হলে তার ফল অবশ্যই জন্মায় সেই ব্যাপারকে ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন ব্যাপার বলে। এই ব্যাপার বিশিষ্ট কারণই করণ। এক্ষেত্রে অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বরূপে যে লিঙ্গস্মরণ বা অনুমাপক হেতুতে উক্তরূপে যে ব্যাপ্তিস্মরণ, তাকেই অনুমিতির করণ বলে এবং এর জন্য উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শ সেই কারণের ব্যাপার। সেই ব্যাপার উৎপন্ন হলে অনুমিতিরূপ ফল অবশ্যই জন্মায়। এই ব্যাপারবিশিষ্ট ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমিতির করণ। এঁরা ব্যাপারবৎ কারণকে করণ বলেছেন। এই সূত্র ধরেই ভাষাপরিচ্ছেদকার বলেন, ‘‘অনুমিতৌ ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণম্’’।

আচার্য গঙ্গেশ প্রদত্ত উক্ত লক্ষণের শেষে যে ‘নতু পরামৃষ্যমানং লিঙ্গমিতি’ পদ আছে তা বলতে গঙ্গেশ প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ যে ব্যাপ্যত্বরূপে জ্ঞেয়মান লিঙ্গই অনুমিতির করণ তা খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে, পরামৃশ্যমান লিঙ্গ নয়, পরন্তু লিঙ্গ পরামর্শই(যা অতীত ও অনাগত যাবতীয় লিঙ্গ পরামর্শকে বোঝায়) অনুমিতির করণ। বিশ্বনাথ এই বক্তব্যের সমর্থনে বলেন, ‘‘অনুমায়াং, জ্ঞায়মানং লিঙ্গন্তু করণং ন হি’’।

তাৎপর্য হল প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ব্যাপার অর্থাৎ লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির করণ বলেন। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ মনে করেন যে লিঙ্গ দর্শনের পর যে ব্যাপ্তি স্মরণ হয়, সেই ব্যাপ্তি যখন ঐ ব্যাপার অর্থাৎ লিঙ্গপরামর্শের দ্বারা বিশিষ্ট হয়, তখন তা অনুমিতির করণ হয়।

ন্যায়মতে, এই পরামর্শ বলতে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শকে বোঝায়। প্রথমে মহানসাদিতে যে ধূম দর্শন বা ধূমের জ্ঞান হয়, এই ধূম জ্ঞানই পরবর্তী অনুমিতির উৎপত্তিতে প্রথম ধূম(লিঙ্গ) দর্শনরূপে স্বীকৃত। অতঃপর ঐ ধূম দর্শনকারী যদি কখনও পর্বতে বেড়াতে যান এবং দূর হতে পর্বতে ধূমকে দেখতে পান, তাহলে ঐ ধূম দর্শনকে দ্বিতীয় ধূম(লিঙ্গ) দর্শন বলে। মহানসাদিতে প্রথম ধূম দর্শনের দ্বারা যে সংস্কার উৎপন্ন হয়েছিল, দ্বিতীয় ধূম দর্শনের দ্বারা ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে 'ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্য' এরূপ ব্যাপ্তি স্মরণ হয়। এরপর 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এরূপে পর্বতের সাথে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। এই ধূমজ্ঞানকে তৃতীয় ধূমজ্ঞান বা তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ বলে। যার অব্যবহিত পরেই 'পর্বতটি বহ্নিমান্' এরূপ অনুমিতি জন্মায়। তৃতীয় ধূমজ্ঞান উৎপন্ন হলে যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহলে পরক্ষণেই অনুমিতি উৎপন্ন হয়। তাই এই তৃতীয় ধূমজ্ঞানকে বহ্নি অনুমিতির প্রতি চরম কারণ বা করণ বলা হয়।

এখন অনুমানের লক্ষণে উল্লিখিত ত্রিবিধ অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ভাষ্যকার পরে সূত্রকার স্বীকৃত ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, যেখানে কারণের দ্বারা কার্যের অনুমান করা হয়, তাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে। যেমন আকাশে মেঘের উন্নতি দেখে 'বৃষ্টি হবে' - এরূপ অনুমান। যেখানে কার্য দ্বারা কারণের অনুমান করা হয়, তাকে শেষবৎ অনুমান বলে। যেমন পূর্বের জলের বিপরীত জল, নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতা দেখে 'বৃষ্টি হয়েছে' - এরূপ অনুমান। আবার যেখানে গতির প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে পূর্বে যে পদার্থকে একস্থানে দেখা হয়েছিল, পরে সেই পদার্থকে অন্যস্থানে দেখা যায়। সূর্যেরও সেরূপ প্রত্যক্ষ হয়।(অর্থাৎ সূর্যকে প্রথমে একস্থানে দেখা যায়, পরে অন্যস্থানে দেখা যায়। সুতরাং সূর্যেরও গতি আছে)।ইহা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।

তাৎপর্য এই যে, পূর্ববৎ ও শেষবৎ এই দুইপ্রকার অনুমানই কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ ও বিশেষ কার্যই লিঙ্গ হিসাবেই প্রযুক্ত হয়। সাধারণভাবে কার্যকারণ নিয়ম অনুমিতির লিঙ্গ নয়। কারণ নিজেই বা কার্য নিজেই স্বতন্ত্রভাবে অনুমিতি উৎপন্ন করে না। ‘এটি কারণ’, ‘এটি কার্য’ - এই প্রকার জ্ঞান হওয়ার পর এদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হবে। এভাবে পদার্থ দুটিকে ব্যপ্য-ব্যাপক ভাবে জানলে ‘পক্ষে ব্যাপক আছে’ এই অনুমিতি জন্মায়। সুতরাং যেক্ষেত্রে কারণকে কার্যের ব্যাপ্য বলে জ্ঞান হবে সেক্ষেত্রে পূর্ববৎ অনুমিতি হতে পারে। ঠিক তেমনি যে স্থলে কার্যকে কারণের ব্যাপ্য বলে জ্ঞান হবে সেস্থলে শেষবৎ অনুমিতি হতে পারে।

উক্ত দুই ক্ষেত্রে লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা তাদের ব্যপ্তি জ্ঞান হয়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে যদি সাধ্য এমন হয় তার লৌকিক প্রত্যক্ষই হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সূর্যের গতি। একটি কুকুর যখন দৌড়ে যায়, তখন আমরা তার গতি প্রত্যক্ষ করি, একটি ট্রেন যখন ছুটে চলে, তখনও আমরা তার গতি প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু সূর্যের গতি সেরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু সূর্যের গতি যদি সাধ্য হয়, তাহলে তার উপলব্ধির উপায় কি? সূর্যের গতির সাথে কার ব্যাপ্তি সম্পর্ক আছে? এই ব্যাপ্তি জ্ঞান বা হবে কিভাবে? একই অধিকরণে হেতু ও সাধ্যের সহচার দর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধ্য(সূর্যের গতি) প্রত্যক্ষ সম্ভবই নয়। তাই এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জ্ঞান কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

সূর্যের গতি সম্পর্কে আমাদের ব্যাপ্তি জ্ঞান না হলেও গতি সম্বন্ধে মোটামুটি ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। আমরা জানি কুকুর, শেয়াল, মানুষ ট্রেন ইত্যাদি গতি বিশিষ্ট হলে, তাদের একস্থান থেকে ভিন্ন স্থানে দেখা যায়। যে সকল পদার্থের গতি নাই তারা পূর্বে যেখানে ছিল পরেও সেখানেই থাকে। এর থেকে বলা যায়, যদি কোন পদার্থ প্রথমে এক স্থানে দৃষ্ট হওয়ার পর, পরে ভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহলে বলা যায় সেই পদার্থ গতি বিশিষ্ট। আমরা সূর্যের গতি প্রত্যক্ষ না করলেও অর্থাৎ সূর্যের গতি লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় না হলেও সূর্য প্রথমে এক স্থানে দৃষ্ট হয়, পরে অন্য স্থানে দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা অনুমান করতে পারি সূর্যেরও গতি আছে। এই প্রকার অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে।

নৈয়ায়িকগণ ভিন্ন এক দৃষ্টকোণ থেকে অনুমানকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্রয়োজন পূরণ অর্থাৎ কার সাধ্য সংশয় দূর করে, সেইদিক থেকে অনুমানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) স্বার্থানুমান এবং ২) পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানের লক্ষণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অন্নংভট্ট বলেন, ‘‘স্বার্থং স্বানুমিতিহেতুঃ’’। অর্থাৎ অনুমাতার নিজের সাধ্যানুমিতি হয় যে অনুমানের দ্বারা, সেই অনুমানকে স্বার্থানুমান বলে।

যেমন কোন ব্যক্তির স্বয়ং কোন অধিকরণে ধূম ও আগুনের সহচার দর্শন কিংবা একাধিক অধিকরণে ধূম ও আগুনের সহচার দর্শনের পর যদি তার এরূপ জ্ঞান হয় 'যেখানে ধূম সেখানে আগুন' বা 'ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্য' (এই জ্ঞানকে ন্যায়দর্শনের পরিভাষায় ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে), অতঃপর ঐ ব্যক্তি যদি পাহাড়ে বেড়াতে যান এবং সংশয় হয় পাহাড়ে আগুন আছে কি নাই। তারপর দূর থেকে পাহাড়ে অবিচ্ছিন্নমূলা ধূম দেখতে পান এবং এরপর তার ঐ পূর্ব ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, ব্যাপ্তি স্মরণের পর তার 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ' এরূপ যদি জ্ঞান(লিঙ্গ পরামর্শ) উৎপন্ন হয় তাহলে তার জ্ঞান হবে 'পর্বতটি বহ্নিমান্'। এই জ্ঞানকে স্বার্থানুমিতি এবং এর করণকে স্বার্থানুমান বলে।

পরার্থানুমানের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, ‘‘যত্তু স্বয়ং ধূমাদগ্নিমনুমায় পরপ্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চাবয়ববাক্যং প্রযুজ্যতে তৎ পরার্থানুমানম্’’। কোন ব্যক্তি নিজে ধূমের দ্বারা আগুনের অনুমান করার পরে অপরকে ঐ অনুমিত অগ্নির অস্তিত্ব জানানোর জন্য যে পাঁচটি অবয়ব বিশিষ্ট বাক্য গঠন করেন, ঐ অবয়ব বাক্য জন্য অপরের যে অনুমান হয়, ঐ অনুমানকে পরার্থানুমান বলে। এই পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব হল নিম্নরূপ।

১) প্রতিজ্ঞা - পর্বতটি বহ্নিমান্।

২) হেতু - যেহেতু পর্বতটি ধূমবান্।

৩) উদাহরণ - যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি - (যেমন রান্নাঘর)।

৪) উপনয় - পর্বতটি ঐরূপ অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্।

৫) নিগমন - পর্বতটি বহ্নিমান্।

উক্ত পাঁচটি বাক্যকে ন্যায় দর্শনে মহাবাক্য বলে। এই পাঁচটি বাক্য শুনে শ্রোতার পর্বতে বহ্নির জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের বোধক বাক্য হল পর্বতটি বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্(পরামর্শ জ্ঞান)। এটিকেই অন্নংভট্ট পরার্থানুমান বলেছেন। এই জ্ঞানের দ্বারা শ্রোতার পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়।

এই অনুমানের তিনটি পদ - পক্ষ, সাধ্য ও হেতু পদ। যে অধিকরণে সাধ্যের সন্দেহ হয় তাকে পক্ষ বলে(সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ)। যার সাহায্যে পক্ষে সাধ্যের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাধ্য সম্পর্কে জ্ঞান হয় তাকে হেতু বলে। সাধ্য হল তাই যা পক্ষে অনুমিত হয় বা অনুমাতা যাকে হেতুর সাহায্যে সাধন করতে চান তাই হল সাধ্য। উক্ত পরার্থানুমানের পর্বত হল পক্ষ। যেহেতু পর্বতে বহ্নি আছে কিনা সন্দেহ করা হয়েছিল। বহ্নি হল সাধ্য এবং ধূম হল হেতু।

সাধ্যকে ব্যাপক ও হেতুকে ব্যাপ্য বলা হয়। কারণ সাধ্য হেতু অপেক্ষা অধিক অধিকরণে বিদ্যমান থাকে। হেতুকে ব্যাপ্য বলে। কারণ হেতু সাধ্য অপেক্ষা কম অধিকরণে বিদ্যমান থাকে। যেমন বহ্নি ধূম অপেক্ষা বেশি অধিকরণে বিদ্যমান থাকায় বহ্নি ব্যাপক। পর্বত, গোষ্ঠ, চত্ত্বর, রান্নাঘর প্রভৃতি যেখানে ধূম থাকে সেখানে তো বহ্নি থাকেই। আবার উত্তপ্ত লৌহশলাকা, ইলেক্ট্রিক হিটার, ইলেকট্রিক্ চুল্লি প্রভৃতি যেখানে ধূম থাকে না সেখানেও বহ্নি থাকে। ফলে ধূম ব্যাপ্য বহ্নি ব্যাপক। আর এইজন্যই ব্যপ্তি সম্পর্ককে হেতু সাধ্যের সম্পর্ক বা ব্যাপ্য ব্যাপকের সম্পর্ক বলে।

এখন পরার্থানুমানের অবয়বগুলি সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিজ্ঞা বাক্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে সূত্রকার বলেন, সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা। অর্থাৎ সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মিমাত্রের বোধক বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বলে। ভাষ্যকার বলেন, প্রজ্ঞাপনীয় অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর নিজমতানুসারে প্রতিপাদনীয় ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্মীর 'পরিগ্রহবচন' বা বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা যা সাধ্য নির্দেশ করে। যেমন শব্দঃ অনিত্যঃ - এই বাক্য। তর্কসংগ্রহের দীপিকা টীকাতে অন্নংভট্ট বলেন, ''সাধ্যবত্তয়া পক্ষবচনং প্রতিজ্ঞা'' অর্থাৎ পক্ষকে সাধ্যবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদনকারী বাক্যই প্রতিজ্ঞা।

উদাহরণের সাথে সমান ধর্ম প্রযুক্ত বা কেবল দৃষ্টান্ত পদার্থের সাথে সাধ্য ধর্মীর যা কেবল সমান ধর্ম, সেই ধর্ম প্রযুক্ত সাধ্যের সাধন বাক্যই 'হেতু'। বাৎসায়ন এই প্রসঙ্গে বলেন, ''উদাহরণেন সামান্যাং সাধ্যস্য ধর্মস্য সাধনং প্রজ্ঞাপনং হেতুঃ। সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্মমুদাহরণে চ প্রতিসন্ধায় তস্য সাধনতা-বচনং হেতুঃ''। দৃষ্টান্ত পদার্থের সাথে সমান ধর্ম প্রযুক্ত সাধ্য ধর্মের সাধন বা সাধ্যধর্মের সাধনতা বোধক বাক্য বিশেষই হেতু। এই হেতু দুই প্রকার - সাধর্ম্য হেতু ও বৈধর্ম্য হেতু। সূত্রকার এই লক্ষণের দ্বারা সাধর্ম্য হেতুর লক্ষণ দিয়েছেন। পরের সূত্রে ''তথা বৈধর্ম্যাৎ'' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বৈধর্ম্য হেতুর কথাও বলেছেন। অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেন, ''পঞ্চম্যন্তং লিঙ্গপ্রতিপাদকং বচনং হেতুঃ''। পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত লিঙ্গ বা হেতুর প্রতিপাদক বাক্যকে হেতুবাক্য বলে। তবে এই হেতু কিন্তু ব্যাপ্তির দ্বারা অবিশেষিত হেতু। কিন্তু পরে উপনয় বাক্যে যে হেতুর কথা বলা হবে ঐ হেতু ব্যাপ্তির দ্বারা বিশেষিত হেতু। কেবল হেতু নয়।

পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের তৃতীয় মহাবাক্যের লক্ষণ দিতে গিয়ে ন্যায়সূত্রকার বলেন, ‘‘সাধ্যসাধর্ম্যাত্তদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্’’(১/১/৩৬) অর্থাৎ সাধ্য ধর্মীর সাথে সমান ধর্মবত্তা প্রযুক্ত সেই সাধ্য ধর্মীর ধর্মের ভাববিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত। আর এই দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যই উদাহরণ। ভাষ্যকারের মতে, সাধ্যধর্মীর সাথে সাধর্মরূপ প্রযোজকবশতঃ ‘তদ্ধর্মভাবী’ পদার্থ দৃষ্টান্ত হয়। সাধ্য দুই প্রকার ধর্মিবিশিষ্ট ধর্ম যেমন শব্দের অনিত্যত্ব এবং ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী যেমন অনিত্যত্ব বিশিষ্ট শব্দ। ভাষ্যকারের মতে উক্ত দুই প্রকার সাধ্যের মধ্যে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীকে বুঝতে হবে। এই দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ দুই প্রকার সাধর্ম্য উদাহরণ এবং বৈধর্ম্য উদাহরণ।

এই সূত্রে মহর্ষি সাধর্ম্য উদাহরণের কথা বলেছেন এবং পরের সূত্রে ‘‘তদ্বিপর্য্যায়াদ্বা বিপরীতম্’’। (১/১/৩৭) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের কথা বলেছেন। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করতে বলেন, ‘‘সাধ্যবৈধর্ম্যাদতদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি’’। অর্থাৎ সাধ্যধর্মীর বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত ‘অতদ্ধর্মভাবী’ দৃষ্টান্ত বা ঐরকম দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যও উদাহরণ। যেমন - ‘অনিত্যঃ শব্দঃ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যমাত্মাদি’। তাৎপর্য হল এই যে উক্ত অনুমিতি স্থলে ‘উৎপত্তিধর্মকত্ব’রূপ যে হেতু পদার্থ তা আগের সূত্রে সাধ্যসাধর্ম্য। সুতরাং তার বিপর্যয় বা বিপরীত অর্থাৎ অভাব যে অনুৎপত্তিধর্মকত্ব, ঐ অনুমিতি স্থলে সাধ্যবৈধর্ম্য। আত্মাদি অনুৎপন্ন পদার্থে সেই অনুৎপত্তি-ধর্মকত্ব থাকায় তা পূর্ব সূত্রে উক্ত ‘তদ্ধর্মভাবী’র বিপরীত অর্থাৎ ‘অতদ্ধর্মভাবী’। কারণ উক্ত ক্ষেত্রে সাধ্যধর্মী অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দের ধর্ম যে অনিত্যত্ব, তা আত্মাদি পদার্থে নাই। কারণ অনুৎপত্তিধর্মক ভাব পদার্থমাত্রই নিত্য। তাই উক্ত ক্ষেত্রে সেই আত্মাদি বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বোধক পূর্বোক্তরূপ বাক্য, বৈধর্ম্য উদাহরণ বাক্য হবে।

অন্নংভট্ট তাঁর রচিত দীপিকা টীকাতে বলেন, ‘‘ব্যাপ্তিপ্রতিপাদকং বচনমুদাহরণম্’’ অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যের অথবা সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তি প্রতিপাদক বাক্যকে উদাহরণ বলে। যেমন ‘পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ - এই অনুমিতির যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি যেমন রান্নাঘর অথবা যেখানে বহ্নি নাই সেখানে ধূম নাই যেমন জলহ্রদ - এরূপ বাক্যকে উদাহরণ বাক্য বলে।

উপনয় বাক্যের লক্ষণ দিতে গিয়ে ন্যায়সূত্রকার বলেন, ‘‘উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপ- সংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ’’। ১/১/৩৮ সাধ্য ধর্মীর সম্বন্ধে উদাহরণ অনুসারী ‘তথা’ অথবা ‘ন তথা’ এরূপে উপসংহার বা হেতু পদার্থের বোধক বাক্যকে উপনয় বলে। অন্নংভট্ট চতুর্থ মহাবাক্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- লিঙ্গপ্রতিপাদকং বচনমুপনয়ঃ’’ - ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু বা লিঙ্গের সম্বন্ধ প্রতিপাদক বাক্য উপনয়। যেমন ‘পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ - এই অনুমিতি স্থলে ‘বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্’ এই বাক্য উপনয়। উপনয় বাক্যের সাথে উদাহরণ বাক্যের একটি সম্পর্ক আছে। কারণ উদাহরণ বাক্য যদি অন্বয় ব্যাপ্তি বোধক বাক্য হয় তাহলে উপনয় বাক্যের দ্বারা পক্ষে সহিত অন্বয়ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর জ্ঞান হয়। আবার যদি উদাহরণ বাক্যের দ্বারা ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় তাহলে উপনয় বাক্যে পক্ষে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর জ্ঞান হয়। এজন্য প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ উক্ত উভয় উপনয় বাক্যের প্রকাশে প্রথমটির ক্ষেত্রে বলেন, ‘তথা চ অয়ম্’, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বলেন, ‘ন চ নায়ং তথা’।

পরার্থানুমানের সর্বশেষ মহাবাক্য তথা সিদ্ধান্ত বাক্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে সূত্রকার বলেন, ‘‘হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্’’(১/১/৩৯) অর্থাৎ হেতুবাক্যের উল্লেখপূর্বক প্রতিজ্ঞা বাক্যের পুনরায় উল্লেখকে নিগমন বা সিদ্ধান্ত বলে। ভাষ্যকার নিগমন বাক্য প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘নিগম্যন্তে অনেনেতি প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়া একত্রেতি নিগমনম্’’ - ভাষ্যকার ‘নিগম্যন্তে’ এই পদের ‘সম্বধ্যন্তে’ এই অর্থ করে বলেন, নিগমন বাক্য পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্য চতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যক্ত করে তাদেরকে একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদনে সমর্থ করে, তাই এই বাক্যকে নিগমন বাক্য বলে। তর্কসংগ্রহকার বলেন, ‘‘হেতুসাধ্যবত্তয়া (পক্ষপ্রতিপাদকং) বচনং নিগমনম্’’ অর্থাৎ যে বাক্য ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতা বিশিষ্ট হেতুর সামর্থ্যে পক্ষের সাধ্যবত্তা প্রতিপাদন করে, তাকে নিগমন বাক্য বলে। ‘তস্মাৎ তথা’ এরূপ বাক্য নিগমন বাক্যের দৃষ্টান্ত।

অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকা টীকাতে বলেন, প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োজন পক্ষজ্ঞানের জন্য। লিঙ্গজ্ঞানের জন্য হেতুবাক্যের প্রয়োজন। ব্যাপ্তি জ্ঞানের জন্য উদাহরণ বাক্যের প্রয়োজন। পক্ষধর্মতা জ্ঞানের জন্য উপনয় বাক্যের প্রয়োজন এবং সর্বশেষ নিগমন বাক্যের প্রয়োজন অবাধিত্বাদি অর্থাৎ অবাধিতত্ব ও অসৎ প্রতিপক্ষত্বের জ্ঞানের জন্য।(পক্ষজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাপ্রয়োজনম্। লিঙ্গজ্ঞানং হেতুপ্রয়োজনম্। ব্যাপ্তিজ্ঞানমুদাহরণপ্রয়োজনম্। পক্ষধর্মতা- জ্ঞানমুপনয়প্রয়োজনম্। অবাধিতত্বাদিকং নিগমনপ্রয়োজনম্)

ভাষ্যকার বাৎসায়ন প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, তন্মধ্যে সাধর্ম্যোক্ত হেতুস্থলে বাক্য অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়বরূপ ন্যায়বাক্য যথা (১) অনিত্যঃ শব্দঃ - এরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। (২) উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ - এরূপ বাক্য হেতু। (৩) উৎপত্তি-ধর্মকং স্থাল্যাদিদ্রব্যমনিত্যং - এরূপ বাক্য উদাহরণ। (৪) তথাচোৎপত্তি-ধর্মকঃ শব্দঃ - এরূপ বাক্য উপনয়। (৫) তস্মাদুৎপত্তিধর্ম-কত্বাদনিত্যং শব্দঃ - এরূপ বাক্য নিগমন। এবং বৈধর্ম্য হেতুর ক্ষেত্রে যথাক্রমে পঞ্চ অবয়ব বাক্য হল (১) অনিত্যঃ শব্দঃ। (২) উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ (৩) অনুৎপত্তিধর্মকমাত্মাদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টং। (৪) ন চ তথা অনুৎপত্তি-ধর্মকঃ শব্দঃ। (৫) তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট নামক যে তিন প্রকার অনুমান স্বীকার করেছেন উদ্যোতকর তাঁর ন্যায়বার্তিকে সেগুলিকে অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী নামে অভিহিত করেছেন। নব্য ন্যায়াচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় এই নামানুসারে অনুমানকে পরবর্তীকালে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী নামে অভিহিত করেছেন।

এই বিভাগের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে ব্যাপ্তি দুই প্রকার - অন্বয় ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য - এরূপ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিকে অন্বয় ব্যাপ্তি এবং যেখানে সাধ্যের অভাব সেখানে হেতুর অভাব এরূপ সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলে। অন্বয় ব্যাপ্তি স্থলে হেতু ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক হয়। আর ব্যতিরেক ব্যাপ্তি স্থলে সাধ্যাভাব ব্যাপ্য ও হেত্বভাব ব্যাপক হয়। অনুমানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হয়। যে অনুমানের ক্ষেত্রে কোন বিপক্ষ পাওয়া যায় না কেবল পক্ষ বা সপক্ষই সম্ভব, সেই অনুমান অন্বয় ব্যাপ্তি নির্ভর হওয়ায় কেবলান্বয়ী অনুমান। আবার যেক্ষেত্রে সপক্ষ সম্ভব না হওয়ায় অন্বয় ব্যাপ্তি অভাবে কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তিই গঠন করা যায় এবং কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নির্ভর অনুমান হওয়ায় অনুমানকে কেবল ব্যতিরেকী অনুমান বলে। আর যেক্ষেত্রে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় প্রকার ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভব হয় এবং ঐ ব্যাপ্তি নির্ভর যে অনুমান তাকে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান বলে।

উক্তক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপ্তি তিন প্রকার বলে ব্যাপ্তি নির্ভর অনুমানও তিন প্রকার। ব্যাপ্তি গঠনের ক্ষেত্রে হেতুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র যে হেতুর অনুমাপকতা প্রযোজকত্ব বা গমকত্ব আছে কেবল সেই হেতু যথাযথ ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পক্ষের সহিত সাধ্যের সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা আমাদের সাধ্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান দান করে। আমরা জানি অনুমান হল জ্ঞাত সত্য থেকে ব্যাপ্তি জ্ঞানের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়া। জ্ঞাত সত্য বলতে হেতুকে বোঝানো হয়। তাই হেতু যথার্থ না হলে ব্যাপ্তি যথার্থ হবে না। ব্যাপ্তি যথার্থ না হলে অনুমানও যথার্থ হবে না। ফলে অনুমিতিও সম্ভব নয়। কিন্তু উক্ত সকল হেতুর অনুমাপকতা প্রযোজকত্ব সমান নয়।

ন্যায়মতে অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতুর অনুমাপকতা প্রযোজকত্ব রূপ পাঁচটি - পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও অবাধিতত্ব। কিন্তু কেবলান্বয়ী হেতুর বিপক্ষ পাওয়া যায় না বলে বিপক্ষাসত্ত্ব রূপ বাদ দিয়ে বাকি চারটি অনুমাপকতা প্রযোজক রূপ এবং কেবল ব্যতিরেকী হেতুর সপক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, তাই এই হেতুর সপক্ষসত্ত্ব ব্যতিরেকে অবশিষ্ট চারিটি রূপ অনুমাপকতা প্রযোজক। ন্যায়মতে এই অনুমাপকতা প্রযোজক হেতুই কেবল পারে সাধ্যের সহিত যথাযথ অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাধ্যের সহিত পক্ষের সম্পর্ক স্থাপন করে সাধ্য সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করতে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ